বাঞ্ছারামপুরে পাসের হার মাত্র ৩৩.৬ শতাংশ

- ইংরেজি ও আইসিটিতে সবচেয়ে বেশি অকৃতকার্য
- শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ

বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ছবি: কালের কণ্ঠ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বিভিন্ন কলেজের এইচএসসি-২০২৫ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর ১০০৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৩৩৯ জন। পাসের হার মাত্র ৩৩.৬ শতাংশ। উপজেলার ৮টি কলেজে থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪ জন।

এ দিকে, বাঞ্ছারামপুর সোবহানিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে অংশগ্রহণ করে ২ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। পাসের হার ৭৬.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে, বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-এর এইচএসসি (ভোক) পাসের হার ৭১.৯৬ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪ জন।

সার্বিক ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, উপজেলার প্রায় সব কলেজেই সবচেয়ে বেশি অকৃতকার্য হয়েছে ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে।

এই দুটি বিষয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

ুন

নারায়ণগঞ্জে সবজির বাজারে স্বস্তির হাওয়া

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাঞ্ছারামপুরের কলেজগুলোতে পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মনোযোগ আগের মতো নেই। নিয়মিত ক্লাস, অনুশীলন ও শিক্ষণ-পদ্ধতির ঘাটতি ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে।

উপজেলার সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসিতে অংশ নেওয়া ৪৫৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১২৩ জন।

পাসের হার ২৭.০৩ শতাংশ। ড. রওশন আলম কলেজ থেকে ১২৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৩১ জন। পাসের হার ২৪.৮১ শতাংশ।

বাঞ্ছারামপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম জানান, এবারের ফলাফল নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ আমরাও দায়

এড়াতে পারি না। তবে, আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য অভিভাবকদের নিয়ে বসব।

আমাদের শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। ক্লাসে ও ক্যাম্পাসে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা থামাতে পারিনি।

ফরদাবাদ ড. রওশন আলম কলেজের অধ্যক্ষ মো. কামাল উদ্দিন বলেন, 'আমার কলেজের শিক্ষকরা সামনের দিনে আরো যত্নবান হবেন। আমরা অভিভাবক ও কমিটি নিয়ে বসব। টেস্ট পরীক্ষায় যতজন পাস করেছিল, শুধু তারাই যদি পরীক্ষা দিত তাহলে কলেজে ফলাফল বিপর্যয় হতো না। কমিটির লোকজনের সুপারিশে অনেককে চূড়ান্ত পরীক্ষায় সুযোগ দিতে হয়েছে।'

শাহ রাহাত আলী কলেজের অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'টানা ৫ বার আমার কলেজ উপজেলায় সেরা ফলাফল করে আসছে। এ বছর ২২৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১২০ জন কৃতকার্য হয়েছে। পাসের হার ৫৩.৮১ শতাংশ। এটাকে আমি মন্দের ভালো বলব। কারণ, আমাদের আরো ভালো করতে হবে। ইংরেজিতে ফেল বেশি আসছে।'

অভিভাবকরা জানান, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে শিক্ষকদের আরো সময় দেওয়া উচিত এবং কলেজ প্রশাসনকে শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষকদের মাঝে দলাদলি ও গ্রুপিং বন্ধ করতে হবে। ইংরেজি ও আইসিটিতে দুর্বলতার কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও ভালো ফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখনই বিশেষ উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে এ ধারা আরো নিচে নেমে যাবে।